425

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 2 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৫

ঢাবির উর্দু-ফারসি বিভাগে ভর্তির শর্ত

উর্দু-ফারসি শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে অন্য ১১টি বিভাগের সঙ্গে উর্দু-ফারসি বিভাগটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই চালু হয়। ইরান, ভারত, পাকিস্তান বিভিন্ন সময় এ বিভাগে অনুদান দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ১৯৯৫ সালে ইরান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ফার্সী ভবনের' ভিত্তিপ্রস্তর করে। কিন্তু এ বিভাগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আজো পূরণ হয়নি। বিভাগীয় শিক্ষক সংখ্যা, অফিস ব্যবস্থা, ক্লাশ রুম এ সবই পুরোনো নিয়ম-নীতিতে এখনো বহাল রয়েছে। পৃথক দুটি ভাষা সাহিত্যের জন্য মোট (অতিরিক্ত শিক্ষকসহ) ১০ জন শিক্ষক। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী অন্য ১১টি বিভাগের চেয়ে এ বিভাগটির ফিরিস্তিও ভিন্ন। কলা অনুষদ থেকে বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীর ভর্তি কোটা পূরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি নির্দেশিকার মধ্যে এ বিভাগে ভর্তির জন্য কোনো পরামর্শ বা নিয়ম-নীতি উল্লেখ করা নেই। ফলে বিভাগীয় কোটা পূরণে দ্বিতীয়বার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত শর্তাবলীসহ উর্দু, ফারসি, আরবি বিষয়ে যারা কলেজ মাদ্রাসায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই ভর্তির আবেদন পত্র গ্রহণের যোগ্য, কথাটি উল্লেখ থাকে। এই নতুন শর্তটি জুড়ে দেওয়ার ফলে শুধু মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা এ বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। স্কুল কলেজ থেকে সদ্য পাস করা শিক্ষার্থীর উর্দু ও ফারসি ভাষা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে ভর্তির অযোগ্য। এমন কি যারা ইসলাম শিক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণ হয় তারাও এ বিভাগে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ নিয়মটি আরবি বা ইসলাম শিক্ষা বিভাগে ভর্তির বিপরীত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু-ফারসি বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়মের পার্থক্য রয়েছে। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, এক ধরনের সংকীর্ণতা, বিভাগটির অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

জনমনে প্রশ্ন থেকে যায় যে, উর্দু-ফারসি কি শুধু মাদ্রাসার ছেলেদের জন্যই নির্দিষ্ট? বাংলা-ইংরেজি পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য কি এ বিভাগটি অনেক কঠিন? অসাধ্য? নাকি এ বিভাগটি ঝিমিয়ে পড়ার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদারতার পরিচয় দিচ্ছেন না। এক সূত্রে জানা যায় যে, বিসিএস প্রশাসনে উর্দু-ফারসির ২০টি পদ শূণ্য রয়েছে। জাতীয় যাদুঘরে স্থাপত্য শিল্প, কারুকার্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফারসি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও ফারসি শিক্ষকের চাহিদার কথা জানা যায়। এছাড়া বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠানে উর্দু-ফারসি ভাষাবিদের প্রয়োজন অত্যধিক। এরপরও কি বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু-ফারসি বিভাগটি নিষ্প্রয়োজন! তবে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিভাগে ভর্তির জন্য নতুন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এ বিভাগটিকে ঢেলে সাজানোর জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন?

আমাদের দাবি আরবি, বাংলা, ইংরেজি বিভাগের ন্যায় এ বিভাগটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হোক।

মোঃ আবুল হাসেম
এমফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।